গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
প্রশাসন-৩ অধিশাখা
www.ssd.gov.bd

স্মারক নং- ৫৮.০০.০০০০.০১৪.০৬.০০২.২০১৮-২৯৭

তারিখ : ২৫ আশ্বিন ১৪২৬ / ১০ অক্টোবর ২০১৯

বিষয় : বিভাগীয় কমিশনার সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, ২৯.০৯.২০১৯ তারিখে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে বিভাগীয় কমিশনার সমন্বয়সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতৎসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনামতে

বিতরণ (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়) :

সুরক্ষা সেবা বিভাগ :

১. অতিরিক্ত সচিব .....(সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
২. যুগ্মসচিব (প্রশাসন ও অর্থ), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
৩. যুগ্মসচিব (কারা), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; এবং
৪. প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা। ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার অনুরোধসহ।

বিভাগীয় কমিশনার :

বিভাগীয় কমিশনার ঢাকা/চট্রগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট/রংপুর এবং ময়মনসিংহ

অধিদপ্তরসমূহ :

১. মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ঢাকা;
২. মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা;
৩. মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা; এবং
৪. কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।

(মোঃ আবদুল কাদির)
উপসচিব
ফোন #:+৮৮০ ৪৭১২৪৩৫৯
ই-মেইল : admin3@ssd.gov.bd

স্মারক নং- ৫৮.০০.০০০০.০১৪.০৬.০০২.২০১৮-২৯৭

তারিখ : ২৫ আশ্বিন ১৪২৬ / ১০ অক্টোবর ২০১৯

অনুলিপি :

১. যুগ্মসচিব (প্রশাসন ও অর্থ),সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
২. সচিব-এর একান্ত সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

(মোঃ আবদুল কাদির)
উপসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
প্রশাসন-৩ অধিশাখা
www.ssd.gov.bd

বিভাগীয় কমিশনার সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : জনাব মোঃ শহিদুজ্জামান
সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
তারিখ : ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৯
সময় : বেলা ২.৩০ মিনিট
স্থান : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ

উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' তে উপস্থাপন করা হলো।

সভাপতি সভার শুরুতে সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানিয়ে সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন। । সভাপতি বলেন, বিভাগীয় কমিশনারবৃন্দ মাঠ পর্যায়ে সরকারের সকল কর্মসূচি ও উন্নয়ন কর্মকান্ড তদারকি ও সমন্বয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন । বিভাগীয় কমিশনারগণের সার্বিক সহযোগিতায় সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন অধিদপ্তরসমূহের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি সুরক্ষা সেবা বিভাগকে একটি গতিশীল ও কার্যকর সেবামুখী বিভাগ হিসাবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্ব স্ব অবস্থানে থেকে আন্তরিকভাবে কাজ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহবান জানান। সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ উপস্থাপন করার জন্য তিনি যুগ্মসচিব (প্রশাসন ও অর্থ)-কে অনুরোধ করেন।

অতঃপর যুগ্মসচিব (প্রশাসন ও অর্থ) আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ সভায় উপস্থাপন করেন। সভায় উপস্থিত এ বিভাগের অধীন অধিদপ্তর প্রধান ও বিভাগীয় কমিশনারগণ জনগণকে প্রদত্ত সেবার মানোন্নয়ন ও গুণগত মান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করে বক্তব্য প্রদান করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

২। **বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়িকরণ:** বিগত ৩০ জুন ২০১৯ এ অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীতে কোন প্রকার সংশোধন না থাকায় তা গৃহীত হয়।

৩। **দপ্তর/সংস্থাওয়ারি আলোচনা :**

ক. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর :

ক্র.	বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
ক.	**মাদকের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা জোরদারকরণ** **মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর :** • জুলাই ও আগস্ট, ২০১৯ এ ১১৩৬টি মাদকবিরোধী সভা/সেমিনার/ওয়ার্কসপ ও ৬৭৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ ছাড়া ১৩৫টি মাদকবিরোধী ফিলার প্রদর্শন করা হয়েছে; • ২৬,৫০০টি পলিভিনাইল ক্লোরাইড (পিভিসি) ফেস্টুন বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিতরণের জন্য মাঠ পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থানে ৫টি p৩ Full Colour Outdoor LED Display Billboard স্থাপনের সার্বিক কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে; **বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা :** • ১৭.০৭.১৯ তারিখে এ বিভাগের সকল জেলা প্রশাসককে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ১৯.০৮.১৯ ও ১৬.০৯.১৯ তারিখে বিভাগীয় আইন-শৃঙ্খলা সভা, চোরাচালান সংক্রান্ত আঞ্চলিক টাস্কফোর্স সভা ও জানমালের নিরাপত্তা সম্পর্কে সার্বিক সচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত সভায় জেলা প্রশাসক, পুলিশ বিভাগ, অতিরিক্ত পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন সংশ্লিষ্ট সকলকে মাদকবিরোধী প্রচার-প্রচারণা, সভা-সেমিনার আয়োজন এবং মসজিদের ইমামগণ	• মাদকবিরোধী সভা-সমাবেশ, সেমিনার, কৌশলগত স্থানে সাইনবোর্ড, LED Billboard স্থাপন ও টিভি ফিলার প্রদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত রাখা; • সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গঠিত মাদকবিরোধী কমিটিগুলোর কার্যক্রম আরো সক্রিয় করা; • মানব দেহে মাদক গ্রহণের ফলে ক্ষতিকর দিকসমূহের উপর নির্মিত ফেস্টুন, ব্যানার এবং ডিজিটাল বিলবোর্ড বিভাগীয় কমিশনারগণের সাথে পরামর্শক্রমে জনবহুল এলাকার দৃশ্যমান স্থানে স্থাপনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখা; • প্রত্যেকটি জেলখানার সামনে দর্শণার্থীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এমন জায়গায় মাদকের বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাদকবিরোধী প্রচারণামূলক কার্যক্রম যেমন-সাইনবোর্ড/বিলবোর্ড/ পোস্টারিং/কিয়স্ক/টিভি ফিলার ইত্যাদি স্থাপনের ব্যবস্থা জোরদার করা।	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুভিাগ

	কর্তৃক মুসল্লিদের সামনে মাদকবিরোধী বক্তব্য প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। • **বিভাগীয় কমিশনার, ময়মনসিংহ :** জুলাই, ২০১৯-এ বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে ১৯টি এল ই ডি বিলবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। • **বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট** : মৌলভীবাজার কালেক্টরেট ভবনের সামনে ২টি বিলবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। • **বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা :** জুলাই, ২০১৯-এ ৬০৫টি ও আগস্ট, ২০১৯-এ ৬৫৫টি সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ/মাদকাসক্তি/বাল্যবিবাহ নিরোধ সংক্রান্ত প্রচারণামূলক সভা/উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। • **বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট :** মৌলভীবাজার জেলায় জুন, ২০১৯ এ সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ/মাদকাসক্তি নিরোধ/ বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে ৫৮টি উঠান বৈঠক ও ১৯টি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	• কক্সবাজার জেলার টেকনাফ ও উখিয়া উপজেলা মাদকপ্রবণ এলাকা হিসেবে পরিগণিত হওয়ায় রোহিঙ্গা শিবিরের প্রবেশ পথে/সম্মুখে/সুবিধাজনক স্থানে মাদকবিরোধী সাইন বোর্ড/বিলবোর্ড স্থাপন করা।	
খ.	**মাদকমুক্ত উপজেলা ঘোষণা** • পাইলট প্রকল্প হিসেবে খুলনা বিভাগের মাগুরা জেলার ৪টি, নড়াইল জেলার ৩টি, ঢাকা বিভাগের ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ, চট্টগ্রাম বিভাগের নোয়াখালী জেলার কবিরহাট, রাজশাহী বিভাগের পাবনা জেলার আটঘরিয়া, বরিশাল বিভাগের ঝালকাঠি সদর, রংপুর বিভাগের ঠাকুরগাঁও জেলার ঠাকুরগাঁও সদর, সিলেট বিভাগের মৌলভীবাজার জেলার জুড়ি এবং ময়মনসিংহ বিভাগের শেরপুর জেলার নকলা উপজেলাকে মাদকমুক্ত ঘোষণা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	• যে সকল উপজেলাকে মাদকমুক্ত ঘোষণা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে সে সব উপজেলায় এ্যাকশন প্লান অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক, স্থানীয় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং ডিএনসি কর্তৃক মাদকবিরোধী প্রচারণামূলক কার্যক্রম জোরদারকরণ, বিশেষ অভিযান পরিচালনাসহ মাদকাসক্ত রোগীদের পুনর্বাসনের মাধ্যমে মাদকের বিরুদ্ধে গণজাগরণ সৃষ্টির যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখা;	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান
গ.	**মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮-এর প্রচার, মোবাইল কোর্ট এবং টাস্কফোর্স অভিযান পরিচালনা :** • জুন ও জুলাই, ২০১৯ এ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার পরিসংখ্যান : • মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর হতে ডোপটেস্ট বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়নপূর্বক খসড়া এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	• মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮-এর সংযোজিত ধারা/উপধারা সম্পর্কে সভা-সেমিনারের মাধ্যমে বহুল প্রচারের ব্যবস্থা করা; • মাদকের বিরুদ্ধে চলমান অভিযান অব্যাহত রাখা; • সকল শ্রেণির সরকারি চাকরিতে প্রবেশের সময় বিদ্যমান ব্যবস্থার সাথে 'ডোপ টেস্ট' অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনারগণ বহুল প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান

সময়	অভিযান	মামলা	আসামি
জুন/১৯	৬৩৬	৩৪০	৩৪০
জুলাই/১৯	১,৭২৪	৯৭৫	৯৮০
আগস্ট/১৯	২,৫৯৯	১,৪২৯	১,৪৩২
মোট	৪,৯৫৯	২,৭৪৪	২,৭৫২

ঘ.	**মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র** • স্থানীয় ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে বেসরকারি পর্যায়ে বিবেচ্য মাসে হবিগঞ্জ জেলায় ১টি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।	• ২৩টি জেলায়-ঢাকা বিভাগে-২টি (শরিয়তপুর, মুন্সীগঞ্জ), চট্টগ্রাম বিভাগে-৫টি (রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, লক্ষ্মীপুর ও চাঁদপুর), সিলেট বিভাগে-১টি, (সুনামগঞ্জ), খুলনা বিভাগে-৫টি, (বাগেরহাট, মাগুরা, ঝিনাইদহ, নড়াইল ও মেহেরপুর), বরিশাল বিভাগে-৫টি, (ঝালকাঠি, পিরোজপুর, পটুয়াখালী, বরগুনা ও ভোলা), রংপুর বিভাগে-৫টি, (কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, গাইবান্ধা, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড়) এ সকল জেলায় স্থানীয়ভাবে নিরাময় কেন্দ্র চালুর বিষয়ে দৃশ্যমান উদ্যোগ গ্রহণ অব্যাহত রাখা;	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/ মাদকদ্রব্য অনুবিভাগ প্রধান
	• মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ৪টি বিভাগীয় শহরে (রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট ও চট্টগ্রাম) টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন প্রকল্পে জানুয়ারি, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন আছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৫০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। সে অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন করে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে এবং উক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।	• মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ৪টি বিভাগীয় শহরে (রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট ও চট্টগ্রাম) টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন প্রকল্পটি গুণগতমান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ে সম্পন্নের জন্য বিভাগীয় কমিশনারগণ কর্তৃক জেলা প্রশাসকগণকে উপযুক্ত নির্দেশনা প্রদান করা। • লাইসেন্স প্রাপ্ত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন করা এবং স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য জেলা পর্যায়ে সিভিল সার্জন ও উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তার সাথে জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের মধ্যে সমন্বয়সাধন করে নিয়মিত নিরাময় কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন অব্যাহত রাখা। • প্রত্যেক প্রকল্পের সাইটে সাইটবুক রাখতে হবে, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সাইট পরিদর্শন করে সাইটবুকে মন্তব্য/সুপারিশ লিখে স্বাক্ষর করবেন।	

খ.ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর :

নং	বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
ক.	**অগ্নিনিরোধ সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রতিরোধে গণসচেতনতা জোরদারকরণ;** • **ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর :** ৪২ হাজার ৮৩২ জন স্বেচ্ছাসেবককে প্রশিক্ষণ প্রদান করে অগ্নিকান্ড ও দুর্ঘটনা মোকাবেলায় স্থানীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে • **বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট :** জুন, ২০১৯ এ ১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং জনসচেতনতামূলক ১৫টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সুনামগঞ্জ জেলায় চলমান ৪টি ফায়ার স্টেশন এলাকায় প্রতি মাসে ৬০ জন করে মোট ২৪০ জনকে অগ্নি দূর্ঘটনা, উদ্ধার ও প্রাথমিক সেবার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, হাট-	• ৬ নভেম্বর ২০১৯ তারিখ থেকে সপ্তাহ ব্যাপী সারাদেশে 'ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহ' উদাযাপিত হবে। উক্ত আয়োজনে সার্বিক সহযোগিতার জন্য বিভাগীয় কমিশনারগণ কর্তৃক সকল জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে নির্দেশনা দেয়া; • এলাকাভিত্তিক স্কুল-কলেজে অগ্নিনিরোধ সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধি ও দুর্ঘটনা প্রতিরোধে নিয়মিত মহড়া অনুষ্ঠান অব্যাহত রাখা; • প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্থানীয় সক্ষমতা ও স্বেচ্ছাসেবকের সংখ্যা বৃদ্ধিসহ তাদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা।	মহাপরিচালক/বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান

	বাজার, শপিংমল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে মহড়া প্রদর্শনী করা হয়। তাছাড়া প্রতিমাসে ১০-১৫টি গণসংযোগ করা হয়।		
খ.	**দেশের সকল স্তরে অগ্নিনির্বাপণ, জরুরি উদ্ধার, জরুরি বহির্গমন ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক প্রশিক্ষণ/ফায়ার ড্রিল এর আয়োজন :** • ২০১৭ সাল হতে আগস্ট, ২০১৯ পর্যন্ত বিদ্যমান ভবনগুলোর মধ্যে ৮০৪৮টি ভবন পরিদর্শনপূর্বক ভবন কর্তৃপক্ষকে অগ্নিপ্রতিরোধ ও নির্বাপণ ব্যবস্থাদি বাস্তবায়নের জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। • ২০০৯ হতে ২০১৯ সাল পর্যন্ত অগ্নিনির্বাপণ, জরুরি উদ্ধার, জরুরি বহির্গমন ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে মোট ১৬,১৭,৯৬১ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ৪৮,৪২৫টি ফায়ার ড্রিল এর আয়োজন করা হয়েছে। ৪৩,৮৩২ জন কমিউনিটি ভলান্টিয়ার ও ৩০টি রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ২,১০০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।	• 'দেশে বহুতল ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে 'Bangladesh National Building Code'-এর যথাযথ অনুসরণ এবং উহার প্রয়োগ নিশ্চিত করিবার আবশ্যকতা রহিয়াছে। দেশে জলাশয়, পুকুর, প্রভৃতি ভরাট করিয়া অপরিকল্পিতভাবে ভবন নির্মাণের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রায়শই বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি বিবেচনা করিয়া নকশা প্রণয়ন করা হয় না। ভবনে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের বিষয়ে বাধ্যবাধকতা থাকিলেও ইহার কার্যকারিতা নিয়মিতভাবে পরীক্ষা ও পরিবীক্ষণ করা হয় না। ইহা ছাড়া এই বিষয়ে প্রশিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যাও অপ্রতুল। অগ্নিদুর্ঘটনা প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করাও আবশ্যক। এই লক্ষ্যে দেশের সকল স্তরে অগ্নিনির্বাপণ, জরুরি উদ্ধার, জরুরি বহির্গমন ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক প্রশিক্ষণ/ফায়ার ড্রিল এর আয়োজন করা।' মন্ত্রিসভা বৈঠকের এ সিদ্ধান্ত মোতাবেক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখা; • 'ভবনের নকশা অনুমোদনকালে প্রদত্ত শর্তাবলি যথাযথভাবে অনুসরণ করিয়া ভবন নির্মিত হইতেছে কিনা তাহা পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। ভবন নির্মিত হইবার পর ভবনটির নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথাযথ কিনা এবং ভবনটি যথাযথ আইন/বিধি অনুসারে নির্মিত হইয়াছে কিনা তাহা নিশ্চিত হইয়া বসবাসযোগ্যতার সনদ বা (Occupancy Certificate) প্রদানের পরই ইউটিলিটি সংযোগ প্রদানের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। প্রতিটি ভবনে বিশেষ করিয়া বহুতল ভবনের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা যথাযথ মানসম্পন্ন কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া প্রতিবৎসর অগ্নিনিরাপত্তা সনদ প্রদানের ব্যবস্থা করা যায় কিনা তাহাও পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে।' মন্ত্রিসভা বৈঠকের এ সিদ্ধান্ত মোতাবেক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখা; • 'অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থাপনায় আরও আধুনিক ও যুগোপযোগী প্রযুক্তি (বহুতল ভবনের উপযোগী উচ্চতাবিশিষ্ট মই জাম্বু কুশন ইত্যাদি) ব্যবহারের লক্ষ্যে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর সক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।' মন্ত্রিসভা বৈঠকের এ সিদ্ধান্ত মোতাবেক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখা।	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান

<table>
<tr>
<td>গ.</td>
<td>জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত মামলা;
<table>
<tr><td>জেলার নাম</td><td>মামলা নং</td><td>কোর্টের নাম</td></tr>
<tr><td>নবাবগঞ্জ, ঢাকা</td><td>রিট পিটিশন নং-৭৩২৭/৭৩২৮/১০</td><td>মহামান্য হাইকোর্টে</td></tr>
<tr><td>নকলা, শেরপুর</td><td>মামলা নং-১৪/২০০৬)</td><td>জেলা জজকোর্ট, শেরপুর</td></tr>
<tr><td>পতেঙ্গা, চট্রগ্রাম</td><td>রিট পিটিশন নং-১১৮৪৪/২০১৩</td><td>মহামান্য হাইকোর্টে</td></tr>
<tr><td>দেবিদ্বার, কুমিল্লা</td><td>রিট পিটিশন মামলা নং ৮৬৫০</td><td>মহামান্য হাইকোর্টে</td></tr>
<tr><td>লাঙ্গালকোট, কুমিল্লা</td><td>রিট পিটিশন নং-৯৯৫/২০১৩</td><td>মহামান্য হাইকোর্টে</td></tr>
<tr><td>পাইকগাছা, খুলনা</td><td>পিটিশন নং-৭০৫৮/২০১৩</td><td>মহামান্য হাইকোর্টে রিট</td></tr>
</table>
</td>
<td>• সংশ্লিষ্ট বিভাগে জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি/বিকল্প জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম অগ্রাধিকারভিত্তিতে সম্পন্ন করা।</td>
<td>মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/বিভাগীয় কমিশনার/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান</td>
</tr>
<tr>
<td>ঘ.</td>
<td>ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপনের জন্য জমি অধিগ্রহণ;
<table>
<tr><td>জেলার নাম</td><td>ফায়ার স্টেশনের নাম</td></tr>
<tr><td>১.নারায়ণগঞ্জ</td><td>৪টি-সিদ্ধিরগঞ্জ, রূপগঞ্জ, পাগলা স্থলকাম নদী ও কাঁচপুর,</td></tr>
<tr><td>২. গাজীপুর</td><td>৩টি-কোনাবাড়ী চৌরাস্তা, রাজেন্দ্রপুর, সারাবো (কাশিমপুর)</td></tr>
<tr><td>৩.চট্টগ্রাম</td><td>২টি-ভাটিয়ারী ও হালিশহর</td></tr>
<tr><td>৪.নোয়াখালী</td><td>১টি-সেনবাগ</td></tr>
<tr><td>৫.কুমিল্লা</td><td>২টি-দেবিদ্বার ও ব্রাহ্মণপাড়া</td></tr>
<tr><td>৬.খুলনা</td><td>২টি-তেরখাদা ও কয়রা</td></tr>
<tr><td>৭.বরিশাল</td><td>জেলায় ১টি-আগৈলঝাড়া</td></tr>
<tr><td>৮.পটুয়াখালী</td><td>১টি-দুমকি</td></tr>
<tr><td>৯.সিলেট</td><td>১টি-গোয়াইনঘাট</td></tr>
</table>
</td>
<td>• ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপনের নিমিত্ত যথোপযুক্ত স্থান নির্বাচনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করার জন্য বিভাগীয় কমিশনারগণ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণকে নির্দেশনা প্রদান করা;
• টেবিল ‘ঘ’ এ বর্ণিত ফায়ার স্টেশনসমূহের ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা।</td>
<td>মহাপরিচালক,ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/বিভাগীয় কমিশনার/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান</td>
</tr>
<tr>
<td>ঙ.</td>
<td>স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন স্থাপন;
• গ্যাপ এরিয়া এবং গ্রোথ সেন্টার সমূহে ফায়ার স্টেশন চালুর লক্ষ্যে দেশের উত্তরাঞ্চলের (রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৪৪টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্প, দেশের দক্ষিণাঞ্চলের (চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৫০টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্প এবং দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে (ঢাকা বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৫১টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পটির ডিপিপি প্রণয়নের জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।</td>
<td>• ময়মনসিংহ বিভাগে স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন নির্মাণের জন্য ৪টি জেলায় স্থান নির্বাচন করা হয়েছে; ১.স্টেশন রোড, ময়মনসিংহ ২. চড়পাড়া, ময়মনসিংহ ৩. আঠারবাড়ী, ঈশ্বরগঞ্জ ৪. কালিবাড়ি, মুক্তাগাছা ৫. পারলা বাসস্টেন্ড, নেত্রকোণা ৬. শ্যামগঞ্জ বাজার, নেত্রকোণা ৭. মিলন বাজার, মদন ৮. আদর্শ নগর (চেচড়াখালী), মোহনগঞ্জ ৯. বাইপাস মোড়, জামালপুর ১০. দিকপাইক সদর, জামালপুর ১১. ঝগড়ারচর বাজার, শেরপুর-এ স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন নির্মাণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা ;
• ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন নেই অথচ স্টেশন প্রয়োজন এমন এলাকায় ফায়ার স্টেশন স্থাপনের লক্ষ্যে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা;</td>
<td>মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর / বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান</td>
</tr>
</table>

গ কারা অধিদপ্তর :

ক্র.	বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
ক.	**কারাগার পরিদর্শন** • বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক আগস্ট ২০১৯ মাসে ৩৭টি কেন্দ্রীয়/জেলা কারাগার পরিদর্শন করা হয় এবং সেপ্টেম্বর ২০১৯ মাসে (২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) ২৪টি কারাগার পরিদর্শন করা হয়।	• নিয়মিত কারাগার পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে বিভাগীয় কমিশনারগণ কর্তৃক জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা।	কারা মহাপরিদর্শক/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)
খ.	**কারাগারের খাদ্যের মান তদারকিকরণ;** • প্রায় ২৫০ বৎসর ধরে প্রচলিত সকালের নাস্তায় ১৪.৫৮ গ্রাম গুড় এবং ১টি রুটির পরিবর্তে সপ্তাহে ৪ দিন সবজির সাথে রুটি ২ দিন খিচুড়ি ও ১ দিন হালুয়া-রুটি দিয়ে বন্দিদের সকালের নাস্তার মেন্যু পরিবর্তন করা হয়েছে।	• কারাগারে নাস্তাসহ বন্দিদেরকে প্রদত্ত খাবার মেন্যু অনুযায়ী সরবরাহ করা হয় কিনা তা নিয়মিত তদারকি করা।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/ কারা অনুবিভাগ প্রধান
গ.	**কারাবন্দিদের হাসপাতালে অবস্থান :** • কারাগারে আটক বন্দির (০১.০৯.১৯ তারিখে) সংখ্যা ৯০,০৮৫ জন। তন্মধ্যে কারাগারের বাহির হাসপাতালে চিকিৎসাধীন কয়েদি/হাজতী বন্দির সংখ্যা ১১৪ জন (সেপ্টেম্বর, ২০১৯ এর প্রথম পাক্ষিক প্রতিবেদন অনুসারে)।	• দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তিকৃত কারাবন্দিদের পাক্ষিক প্রতিবেদন কারাগার পরিদর্শনকালে যাচাইকরণের সুবিধার্থে প্রতি মাসে কারা অনুবিভাগ কর্তৃক সকল বিভাগীয় কমিশনারকে গোপনীয়ভাবে সরবরাহের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা; • সিভিল সার্জনকে সংগে নিয়ে কারাগার আকস্মিক ভিজিট অব্যাহত রাখা; পরিদর্শনের সময় সিভিল সার্জন এর সহায়তায় দৈবচয়ন পদ্ধতিতে কারাভ্যন্তরে এবং কারাগারের বাইরের হাসপাতালে ভর্তিকৃত কারাবন্দিদের শারিরীক অবস্থার খোঁজ-খবর নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার যৌক্তিকতা যাচাই কার্যক্রম অব্যাহত রাখা।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার/ কারা অনুবিভাগ প্রধান
ঘ.	**কারাভ্যন্তরে রিকভারি এডিক্ট প্রশিক্ষণের আয়োজন করা :** • ৬৮টি কারাগারের মধ্যে ৫৯টি কারাগারে মাদকাসক্ত নিরাময় ইউনিট চালু করা হয়েছে।	• মাদকাসক্ত বন্দিদের মাঝে মাদকের চাহিদা হ্রাসকল্পে/নিরাময়ের নিমিত্ত কারাভ্যন্তরে রিকভারি এডিক্ট প্রশিক্ষণের আয়োজন অব্যাহত রাখা;	কারা মহাপরিদর্শক /কারা অনুবিভাগ প্রধান
ঙ.	**কারাগারে ডাবল ফেইস লাইন সংযোগ স্থাপন;** • ২০টি কারাগারে ডাবল ফেইস বিদ্যুৎ লাইন লাগানো হয়েছে।	• অবশিষ্ট কারাগারসমূহে ডাবল ফেইস বিদ্যুৎ লাইন সংযোগ দেয়ার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা।	কারা মহাপরিদর্শক/ কারা অনুবিভাগ প্রধান
চ.	**কারাগারের জন্য জমি অধিগ্রহণ :** • মৌলভীবাজার জেলা কারাগারের জন্য ৩.০৩ একর জমি অধিগ্রহণে প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গিয়াছে। এল এ মামলা (নম্বর-০৩/১৭-১৮) দায়ের করা হয়েছে। ৪ ধারা অনুযায়ী নোটিশ প্রদানের কার্যক্রম চলমান। চূড়ান্ত এল এ প্রাক্কলন প্রয়োজন।	• মৌলভীবাজার জেলা কারাগারের জন্য ৩.০৩ একর জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে জেলা প্রশাসক, মৌলভীবাজারকে বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট কর্তৃক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা।	বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট/কারা মহাপরিদর্শক/কারা অনুবিভাগ প্রধান

ছ.	**কারাগারের নামে অধিগ্রহণকৃত জমির রেকর্ড সংশোধন:** • ২৪টি কারাগারের মধ্যে নড়াইল, মেহেরপুর,সুনামগঞ্জ ও গাজীপুর এর জমি কারাগারের নামে রেকর্ডভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া মাদারীপুর, শরীয়তপুর, চাঁদপুর মৌলভীবাজার ও রাজশাহী কারাগারের জমির বিষয়ে মামলা দায়ের করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১৫টি কারাগারের অধিগ্রহণকৃত জমির রেকর্ড স্থানীয় জেলা প্রশাসক ও গণপূর্ত বিভাগের নামের পরিবর্তে কারাগারের নামে রেকর্ড সংশোধন করা প্রয়োজন। • খাগড়াছড়ি জেলা কারাগারের প্রস্তাবিত ১১.৫৪ একর জমি স্থায়ী বন্দোবস্ত প্রদানের জন্য চলমান বন্দোবস্তী মামলা নং-০৪/সদর/১৫ এর ব্যাপারে কার্যকরি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য খাগড়াছড়ি কারা কর্তৃপক্ষ ১৮/১১/২০১৮ তারিখ পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবরে পত্র প্রেরণ করেছেন।	• কারাগারের নামে অধিগ্রহণকৃত জমির রেকর্ড সংশোধন এর জন্য সংশ্লিষ্ট কারা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়েরকৃত দেওয়ানী মামলাসমূহ জেলা প্রশাসক কর্তৃক তদারকিপূর্বক সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা; • ৪টি (মাদারীপুর, মৌলভীবাজার, চাঁদপুর ও রাজশাহী) কারাগারের জমির রেকর্ড সংশোধনের বিষয়ে দেওয়ানি মামলা দায়ের সম্পন্ন হয়েছে। শরীয়তপুর জেলা কারাগারের জমির রেকর্ড সংশোধনের গেজেট জারির অপেক্ষায় রয়েছে। এসকল কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা। • খাগড়াছড়ি জেলা কারাগার সম্প্রসারণের জন্য মোট ১১.৫৪ একর জমি অধিগ্রহণের পরিবর্তে স্থায়ী বন্দোবস্তের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম/কারা অনুবিভাগ প্রধান
জ.	**অবৈধভাবে দখলকৃত কারাগারের জমি উদ্ধার;** • চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা কারাগারের আরপি গেইট সংলগ্ন সীমানা প্রাচীর সংক্রান্তে বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা জজ চাঁপাইনবাবগঞ্জ আদালতে দায়েরকৃত মামলা নং-৯৫/১৩ এর রায়ের বিরুদ্ধে সরকার কর্তৃক হাইকোর্ট বিভাগে সিভিল রিভিশন নং ১৫৪৮/২০১৯ দাখিল করা হয়েছে এবং মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক ১৭/৬/২০১৯ তারিখে নিম্ন আদালতের সকল আদেশ স্থগিত করা হয়েছে। • শরীয়তপুর জেলা কারাগারের ৩০০ ফুট সীমানা প্রাচীর নির্মাণ সংক্রান্তে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টে দায়েরকৃত লীভ টু আপীল মামলা চলমান রয়েছে। • সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগারের ৮৮ শতাংশ জমি পৌর বিপনী মার্কেট এবং ৩.৬১৮৮ একর এর পুকুর (ধোপাদীঘি) সিলেট সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক লীজ দেওয়ায় কারা কর্তৃপক্ষের বেদখলে থাকা জমি উচ্ছেদ সংক্রান্তে মহামান্য হাই কোর্টে রিট মামলা চলমান রয়েছে। • ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগারের জমি সংক্রান্ত ১২টি মামলা রয়েছে। • নোয়াখালী জেলা কারাগারের জমি দখল রোধে বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নোয়াখালী আদালতে দায়েরকৃত পিটিশন মামলা নম্বর-৫৫৭/১৭ ও ক্রমিক নম্বর-১৬০২ বিচারাধীন রয়েছে।	• চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা কারাগারের আরপি গেইট সংলগ্ন সীমানা প্রাচীর সংক্রান্তে বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা জজ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ আদালতে মামলা, শরীয়তপুর জেলা কারাগারের ৩০০ ফুট সীমানা প্রাচীর নির্মাণ সংক্রান্তে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টে দায়েরকৃত লিভ টু আপিল মামলা, ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগারের জমি সংক্রান্ত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করণের সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা; • সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগারের ৮৮ শতাংশ জমি পৌর বিপনী মার্কেট এবং ৩.৬১৮৮ একর এর পুকুর (ধোপাদীঘি) সিলেট সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক লীজ দেওয়ায় কারা কর্তৃপক্ষের বেদখলে থাকা জমি উচ্ছেদ সংক্রান্তে মহামান্য হাই কোর্টে রীট মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা; • নোয়াখালী জেলা কারাগারের জমি দখল রোধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা; • রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগারের ০.৪১ একর জমি রংপুর সেনানিবাস কর্তৃক এবং ০.৫৯ একর জমি রংপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদের জন্য বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর কর্তৃক প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখা; • রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারের ৬ শতাংশ জমি বিজিবি কর্তৃক অপদখল সংক্রান্ত বিষয় নিষ্পত্তির জন্য সভা আহবানের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন । বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা; • কারাগারের জমি দখলমুক্ত করার লক্ষ্যে সীমানা নির্ধারণপূর্বক সীমানা প্রাচীর নির্মাণে বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক প্রয়োজনীয় সহায়তা করা।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার/ কারা অনুবিভাগ প্রধান

ঝ.	**এল এ সংক্রান্ত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তিকরণ;** • মুন্সীগঞ্জ জেলা কারাগারের কয়েক শতাংশ জমির মালিকানা সংক্রান্তে স্থানীয় আদালতে দায়েরকৃত মামলা নম্বর-৫০৬/২০০৮ চলমান রয়েছে।	• মুন্সীগঞ্জ জেলা কারাগারের জমির মালিকানা সংক্রান্তে দায়েরকৃত মামলা নম্বর-৫০৬/২০০৮ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	কারা মহাপরিদর্শক/ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার/কারা অনুবিভাগ প্রধান
ঞ.	**কারাবন্দিদের শ্রেণিবিন্যাসকরণ;**	• কাস্টুডি ওয়ারেন্টে Risk Level উল্লেখপূর্বক কোর্ট ইন্সপেক্টরগণের সহযোগিতায় কারাবন্দিদের শ্রেণিবিন্যাস কার্যক্রম অব্যাহত রাখা; • যে সকল জঙ্গি চাঞ্চল্যকর মামলায় কারাগারে বন্দি আছে তাদেরকে বিভিন্ন সেলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখার ব্যবস্থাসহ নিয়মিত নজরদারি অব্যাহত রাখা।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার/ কারা অনুবিভাগ প্রধান
ট.	**গাড়ি রিকুইজিশনের আওতাবহির্ভূত রাখা**	• কারা বিভাগের গাড়ি রিকুইজিশনের আওতাবহির্ভূত রাখার জন্য বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার
ঠ.	**কারা বন্দিদের চিকিৎসা সেবা প্রদান** • বাংলাদেশে কারাগারের বন্দিদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য মাত্র ৯(নয়) জন দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক রয়েছে। যাদের সংখ্যা মোট বন্দিদের তুলনায় অপ্রতুল। তাই বিশেষ প্রয়োজনে কারাবন্দিদের চিকিৎসাকল্পে সিভিল সার্জন কর্তৃক কোন ডাক্তারকে কারাগারের বন্দিদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য নিয়োজিত	• কারা বন্দিদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য চিকিৎসকের স্বল্পতা হেতু কোন কারাবন্দির চিকিৎসা প্রদানে যেন ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয় সে জন্য জরুরি চিকিৎসা প্রদানে হাসপাতালসমূহে কর্মরত ডাক্তারগণের মধ্য হতে কারাগারের জন্য ডাক্তার সুনির্দিষ্ট করে দেয়া।	কারা মহাপরিদর্শক/ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার
ড	**কারাগারের উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রচারণা**	• ২০০৯ সাল হতে বর্তমান অবধি কারাগারে যে সকল উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে সে সকল কার্যক্রমের বর্ণনা তুলেধরে কারাগারসমূহের সম্মুখে বিলবোর্ড স্থাপন করা;	কারা মহাপরিদর্শক/ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার
ঢ	**কারাগার উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ :** • ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলা কারাগারের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধিরলক্ষ্যে ১০০ জন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন বন্দি ব্যারাক নির্মাণ কাজ চলমান আছে।	• ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা কারাগারের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ কার্যক্রমের গুণগতমান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক পরিদর্শন করা এবং বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম কর্তৃক তা নিয়মিত তত্ত্বাবধান করা;	
	• **নারায়ণগঞ্জ জেলা কারাগারের ন্যায় অন্যান্য কারাগারেও অনুরূপ উৎপাদনমুখি কার্যক্রম চালুকরণ**	• কেন্দ্রীয় ও জেলা কারাগারে 'রিজিলিয়ান্স-নারায়ণগঞ্জ জেলা কারা গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি ও জামদানি উৎপাদন কেন্দ্র' এর অনুরূপ অথবা সামঞ্জস্যপূর্ণ ইন্ডাস্ট্রি নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক উদ্যোগ গ্রহণ করা।	কারা মহাপরিদর্শক/ বিভাগীয় কমিশনার

ঘ. ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর :

নং	বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
ক.	**দালাল কর্তৃক পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের হয়রানি বন্ধকরণ:**	• পাসপোর্ট অফিসের আশেপাশে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি ও দালাল দ্বারা সেবা গ্রহীতার হয়রানি বন্ধ করার নিমিত্ত নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখা।	মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)
খ.	**পাসপোর্ট প্রাপ্তির আবেদন:**	• পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের পুলিশ প্রতিবেদন অনলাইনে প্রাপ্তির বিষয়টি জেলা আইন-শৃংখলা কমিটির সভায় এজেন্ডভুক্ত করে	মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/

		আলোচনা করার কার্যক্রম অব্যাহত রাখা; • Special Branch কর্তৃক সম্পাদিত পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের প্রতিবেদন দ্রুত পাওয়ার লক্ষ্যে জেলা প্রশাসক/বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করা; • মিয়ানমার থেকে আগত আশ্রয়প্রার্থী রোহিঙ্গা নাগরিকগণ যেন বাংলাদেশি পাসপোর্ট না পায় সে জন্য সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা।	বিভাগীয় কমিশনার(সকল
গ.	**পাসপোর্ট অফিস ভবন নির্মাণ:** • জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২০ পর্যন্ত মেয়াদে ১৭টি জেলায় আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণকাজ চলমান আছে। এ প্রকল্পের আওতায় ২৫ শতক জমির উপর ৫তলা ভিত বিশিষ্ট ৪তলা ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। ১৭টি জেলার মধ্যে ইতোমধ্যে ১০টি জেলায় পাসপোর্ট অফিসের নির্মাণকাজ সমাপ্ত ও উদ্বোধন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৭টি জেলায় (গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, নেত্রকোণা, মাদারীপুর, শেরপুর, বাগেরহাট ও সিরাজগঞ্জ) ৭টি ভবন নির্মাণকাজ চলমান।	• ১৭টি জেলায় আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্পের অধীনে চলমান ৭টি পাসপোর্ট অফিসের কাজ গুণগত মান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করতে বিভাগীয় জেলা প্রশাসক কর্তৃক নিয়মিত পরিদর্শন/তদারকি অব্যাহত রাখতে বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক নির্দেশনা প্রদান করা। বিভাগীয় কমিশনার/জেলা প্রশাসক কর্তৃক মাঠ পর্যায়ের দপ্তর পরিদর্শনকালে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর অফিস চলমান ১৭টি পাসপোর্ট প্রকল্পের আওতায় নির্মিয়মান অবশিষ্ট ৭টি পাসপোর্ট অফিসের কাজ পরিদর্শন করা।	মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/ নিরাপত্তা ও ইমিগ্রেশন অনুবিভাগ প্রধান
	• ৫টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস (খাগড়াছড়ি, পিরোজপুর, শেরপুর, ঝালকাঠি ও লালমনিরহাট)-এর জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। ২টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস (পঞ্চগড় ও বান্দরবান)-এর জমি অধিগ্রহণের মূল্য নির্ধারনের কাজ চলছে। এছাড়া ৯টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে জমি সংক্রান্ত অগ্রগতি নিম্নরুপ:		
	১. আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, নড়াইল : এল,এ, কেস নং ৩/২০১৮-২০১৯১৯, যা চুড়ান্ত নিষ্পত্তির অপেক্ষায় আছে। তবে জমির মালিক ভূমি অধিগ্রহণে আপত্তি করেছেন।	• আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, নড়াইলের ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতা দ্রুত নিরসনপূর্বক নির্মাণকাজ নির্ধারিত সময়ে সম্পন্নের জন্য জেলা প্রশাসক, নড়াইলকে বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা কর্তৃক যথাপোযুক্ত নির্দেশনা প্রদান করা;	
	২. আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, চুয়াডাঙ্গা: ভূমি অধিগ্রহণের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে জমির মালিকানা হস্তান্তরের জন্য ১৮.০২.২০১৯ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত মালিকানা হস্তান্তরের ব্যাপারে কোন অগ্রগতি পাওয়া যায় নাই।	• আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, চুয়াডাঙ্গা প্রয়োজনীয় জমির মালিকানা হস্তান্তরের ব্যাপারে যথাপোযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে জেলা প্রশাসক, চুয়াডাঙ্গাকে বিভাগীয়, কমিশনার খুলনা কর্তৃক নির্দেশনা উপর্যুক্ত প্রদান করা;	
	৩. আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, মেহেরপুর: ভূমি অধিগ্রহণের বিষয়ে মালিক পক্ষ জমি না দেওয়ার জন্য আপত্তি করেছেন। নতুন বিকল্প জমি খুঁজে বের করা প্রয়োজন।	• আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, মেহেরপুরের জন্য নতুন জমি খুজে জমির কাগজপত্র প্রেরণের জন্য জেলা প্রশাসক মেহেরপুরকে বিভাগীয় কমিশনার খুলনা কর্তৃক যথাপোযুক্ত নির্দেশনা প্রদান করা;	
	৪. আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস,নাটোর : ভূমি বরাদ্দ কমিটির মিটিং শেষে তিন ধারা নোটিশ জারি প্রক্রিয়াধীন।	• আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, নাটোরের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি বরাদ্দ বিষেয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী কর্তৃক জেলা প্রশাসক, নাটোরকে নির্দেশনা প্রদান করা;	
	৫. আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, জয়পুরহাট: প্রশাসনিক অনুমোদনকৃত জমির বরাদ্দ বাতিল হওয়ায় নতুন জমি প্রশাসনিক অনুমোদন গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন	• আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, জয়পুরহাটের জন্য নতুন জমির প্রশাসনিক অনুমোদন গ্রহণ কল্পে জেলা প্রশাসক, জয়পুরহাটকে বিভাগীয়, কমিশনার রাজশাহী কর্তৃক নির্দেশনা প্রদান করা;	

	৬. আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, গাইবান্ধা : জমির মূল্য (গাছ,স্থাপনা ও জমি) নির্ধারণ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।	• আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, গাইবান্ধার জন্য জমির মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করতে জেলা প্রশাসক, গাইবান্ধাকে বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী কর্তৃক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা;	
	৭. আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, কুড়িগ্রাম : গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের খাস জমিতে, জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সরকারি অফিসের জন্য ২৬.১১.১৪ তারিখে সমন্বিতভবন নির্মাণ করার নির্দেশনা থাকায় আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, কুড়িগ্রাম এর জন্য পৃথক ভবন নির্মাণ কল্পে জমি বরাদ্দ দেয়া হবে কিনা সে বিষয়ে নির্দেশনা চেয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	• সুবিধাজনক জায়গায় কুড়িগ্রাম জেলায় আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় জমি/বিকল্প জমি অধিগ্রহণে জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রামকে নির্দেশনা প্রদান করা;	
	৮. আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, নীলফামারী : ভুমি অধিগ্রহণের ৭ ধারা নোটিশ জারি প্রক্রিয়াধীন আছে।	• আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, নীলফামারীর জন্য ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য জেলা প্রশাসক, নীলফামারীকে বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর কর্তৃক নির্দেশনা প্রদান করা;	
	৯. আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, ঠাকুরগাঁও : জমির মালিক জমি না দেওয়ার জন্য আপত্তি করেছেন এবং সরকারি খাস জমি নির্বাচন করে কাগজ পত্র সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।	• আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, ঠাকুরগাঁও এর জন্য প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া দ্রুততম সময়ে সম্পন্ন করার জন্য বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর কর্তৃক জেলা প্রশাসক, ঠাকুরগাঁওকে নির্দেশনা প্রদান করা	
ঘ.	**মিয়ানমার থেকে আগত আশ্রয়প্রার্থী রোহিঙ্গা নাগরিকদের নিবন্ধন:**	• মিয়ানমার থেকে আগত আশ্রয়প্রার্থী রোহিঙ্গা নাগরিক যাতে ক্যাম্প এলাকা ত্যাগ করতে না পারে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অব্যাহত রাখা; • মিয়ানমার হতে আগত রোহিঙ্গা আশ্রয়প্রার্থীগণের ক্যাম্পে মাদকবিরোধী কার্যক্রম প্রতিহত করার নিমিত্ত নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখা।	মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল) /নিরাপত্তা ও ইমিগ্রেশন অনুবিভাগ প্রধান

৪। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি কর্তৃক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(মো: শহিদুজ্জামান)
সচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।